বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের জের

সাংবাদিক নয়নের শাস্তি চেয়ে অভিযুক্ত শিক্ষকের আবেদন

ঢাবির সিনিয়র শিক্ষকদের বিস্ময় প্রকাশ

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগ ও বাম সমর্থিত শিক্ষকদের সাধারণ সভা নিয়ে 'হট্টগোল ওয়াকআউটে পণ্ড নীলদলের সভা' শীর্ষক প্রকাশিত সংবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে যুগান্তরের বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার মাহমুদুল হাসান নয়নের শাস্তি চেয়ে উপাচার্যের কাছে আবেদন করেছেন অভিযুক্ত একজন শিক্ষক। অথচ ওই শিক্ষক যুগান্তরে প্রকাশিত সংবাদের কোনো প্রতিবাদ দেননি। এমনকি সংবাদের সত্যতা চ্যালেঞ্জ করে নীলদলের কোনো পর্যায় থেকেও প্রতিবাদ জানানো হয়নি। এছাড়া যুগান্তরের প্রতিনিধিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকরাও ওই দিনের ঘটনা সরেজমিন প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের জেরে একজন সাংবাদিকের শাস্তি চাওয়ার বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

৭ মে অনুষ্ঠিত ওই সাধারণ সভায় অংশ নেয়া অন্তত ১০ জন শিক্ষক যুগান্তরের কাছে ঘটনাটি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন। ৯ মে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে উপাচার্যকে দেয়া ওই শিক্ষকের দেয়া আবেদনটি ১৩ মে রাতে যুগান্তরের হাতে আসে। ওই দিনের ঘটনা নিয়ে যুগান্তরে প্রকাশিত সংবাদের সত্যতা স্বীকার করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক অধ্যাপক

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ড. মোহাম্মদ সামাদ। ওয়ান-ইলেভেনের সময় নীলদলের আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করা এই শিক্ষক রোববার বলেন, 'দলের ঐতিহ্য ও অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে সাধারণ সভায় ড. আনোয়ার যখন বক্তব্য দিচ্ছিলেন তখন বায়তুল্লাহ কাদেরী তার সঙ্গে বেয়াদবি করেন। তিনি চেয়ার থেকে এমনভাবে তেড়ে উঠে আসেন যেন তাকে মারবেন। নীলদলের সভায় এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও নীলদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল ওই দিনের ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে যুগান্তরকে বলেন, 'সাধারণ সভায় ড. আনোয়ারের বক্তব্যের মাঝে অধ্যাপক ড. বায়তুল্লাহ কাদেরী যে আচরণ করেছেন তা শিক্ষকসুলভ ছিল না। বৈঠক থেকে বের হয়ে যাওয়ার বিষয়টিও সত্য বলে জানান তিনি।

সভায় যার পয়েন্ট অব অর্ডারে কথা বলার পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয় সেই শিক্ষক, কলা অনুষদ নীলদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আবদুর রহীম যুগান্তরকে বলেন, 'যুগান্তরে যে সংবাদটি প্রকাশ হয়েছে তাতে কোনো অতিরঞ্জন ছিল না। সেদিনের বৈঠকে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, বাকবিতণ্ডা হয়েছিল। অধ্যাপক ড. আনোয়ারের বক্তব্যের সময় তিনি (বায়তুল্লাহ কাদেরী) কয়েকবার চেয়ার থেকে উঠে তেড়ে আসেন। স্বচ্ছ কাচ দিয়ে ঘেরা টিএসসি ক্যাফেটেরিয়ার বাইরে থাকা সাধারণ শিক্ষার্থীরাও তা দেখেছেন।' নীলদলের সাবেক আহ্বায়ক ও ভুক্তভোগী শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন যুগান্তরকে বলেন, ৮ মে যুগান্তরে প্রকাশিত সংবাদের কোথাও কোনো ভুল ছিল না। আমি সম্পূর্ণ সংবাদটি পড়েছি। সেদিন তার (বায়তুল্লাহ কাদেরী) আচরণ মোটেও শিক্ষকসুলভ ছিল না। একজন শিক্ষক এমন আচরণ করতে পারেন না। দল যখন বড় হয় তখন বাইরের লোক ঢুকে যায়। তারাই এমন কাজ করতে পারে।

এ বিষয়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামীপন্থী সাবেক এক উপাচার্য যুগান্তরকে বলেন, 'একজন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক যখন কিছু লেখেন, তিনি সাংবাদিক হিসেবে লেখেন। ছাত্র হিসেবে নয়। দীর্ঘদিন উপাচার্যের দায়িত্ব পালনকালে আমি কখনই কোনো সাংবাদিকের বিরুদ্ধে এ ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে দেখিনি। এ ধরনের কোনো আবেদন এসেছে বলেও জানা নেই। কোনো সংবাদে অসঙ্গতি দেখলে বড়জোর পত্রিকা অফিসে প্রতিবাদলিপি পাঠিয়েছি।' এ বিষয়ে সাংবাদিক ও কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদ যুগান্তরকে বলেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সাংবাদিকরা যখন কিছু লেখেন সেটা সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমের প্রতিনিধি হিসেবে লেখেন; ছাত্র হিসেবে নয়। এই সংবাদে যদি কোনো ভুল বা অসঙ্গতি থাকে সেক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে, ওই গণমাধ্যমে প্রতিবাদ পাঠানো। তা না করে সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকের ওপর চাপ সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ অনৈতিক। আর যদি সংবাদ সঠিক হয়ে থাকে তবে কোনো ধরনের শাস্তি চেয়ে আবেদন করা তো একেবারেই অবৈধ।

অভিযুক্ত শিক্ষক আবেদনপত্রে যা লিখেছেন : উপাচার্যকে লেখা আবেদনপত্রে অভিযুক্ত শিক্ষক অধ্যাপক ড. বায়তুল্লাহ কাদেরী উল্লেখ করেন, রিপোর্টটিতে নীলদলের সভা সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে তা সর্বৈব মিথ্যা ও আপত্তিকর। নীলদলের সভা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়েছে এবং এ সভায় কোনো ওয়াকআউটের ঘটনা ঘটেনি। উপরন্তু এখানে আমার নাম উল্লেখ করে সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্য দিয়ে আমাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এই সংবাদের মাধ্যমে একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে আমার সুনাম ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে বলে আমি মনে করি। এমতাবস্থায় আমি মাহমুদুল হাসান নয়নের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

প্রসঙ্গত, সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রার্থী চূড়ান্ত করতে ৭ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি ক্যাফেটেরিয়ায় সাধারণ সভা আহবান করে আওয়ামী লীগ ও বাম সমর্থিত শিক্ষকদের নীলদল। শিক্ষকদের দু'পক্ষে উত্তেজনা ও বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে সভা পণ্ড হয়ে যায়।